দৈনিক সংবাদ

২৬/১০/২০০৩

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩......

দরপত্র খোলা হয়েছে ৫১ দিন আগে

এখনো পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের কার্যাদেশ দেয়া হয়নি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের সংশ্লিষ্ট দরপত্রের মেয়াদ আছে আর মাত্র ১২ দিন। দরপত্র খোলার পর ৫১ দিন অতিবাহিত হলেও এখনও কার্যাদেশ দেয়া হয়নি। ফলে যাবতীয় প্রক্রিয়া ও প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের কাজ এখনও শুরু হয়নি। এ কারণে নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হবে কি না তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

উল্লেখ্য, দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী দরপত্র খোলার তারিখ থেকে ৬৩ দিন পর্যন্ত দরপত্র বৈধ থাকবে। দরপত্র খোলা হয়েছে গত ৬ই সেপ্টেম্বর। ৫১ দিনেও কোন কার্যাদেশ দেয়া হয়নি। দরপত্রের মেয়াদ আছে আর মাত্র ১২ দিন। কার্যাদেশ কেন দেয়া হচ্ছে না এ সম্পর্কে মুখ খুলতে রাজি হচ্ছেন না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। একটি বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নেয়ার পর বিষয়টির যাবতীয় প্রক্রিয়া বিধি অনুযায়ী সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। সে মোতাবেক এই ফাইলটি পাঠানো হয় প্রধামন্ত্রীর গণশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টার কাছে। ইতোমধ্যেই তিনি ফাইলটি দেখে তা সংশ্লিষ্ট দফতরে পাঠিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু নানা পক্ষের দেন-দরবারের কারণে ফাইলটির প্রক্রিয়া সম্পন্ন ও চূড়ান্ত অনুমোদন হতে বিলম্ব হচ্ছে বলে সূত্র জানায়। সূত্র জানায়, ইতোমধ্যেই টেকস্ট বুক বোর্ডে মুদ্রণের প্রয়োজনীয় কাগজ সংগ্রহ করা হয়েছে। দরপত্র-দাতারাও মুদ্রণের যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়েছে। শুধুমাত্র কার্যাদেশ দিলেই মুদ্রণকাজ শুরু হবে। সূত্রমতে, আগামী ১২ দিনের মধ্যে কার্যাদেশ না দেয়া হলে শর্ত অনুযায়ী দরপত্রের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে এবং নতুন করে জটিলতার সৃষ্টি হবে। এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে পুনদরপত্র আহ্বান করতে হবে অথবা দরপত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির অনুরোধ করতে হবে। যদি পুন দরপত্র আহ্বান করা হয় তাহলে আবারও দীর্ঘ সময় ব্যয় হবে দরপত্র জমা দেয়া ও খোলার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে। আবার দরপত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টির ক্ষেত্রেও স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা পক্ষের দেন-দরবার শুরু এবং এ ক্ষেত্রেও জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। সূত্র জানায়, দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার একমাত্র প্রক্রিয়া হচ্ছে মেয়াদকালের মধ্যেই কার্যাদেশ দিয়ে দেয়া। সূত্র জানায়, যদি দু'এক দিনের মধ্যে কার্যাদেশ দেয়া হয় তাহলে সম্পূর্ণ মুদ্রণকাজ শেষ হতে প্রায় দেড় দু'মাস লাগবে। সে ক্ষেত্রে সময়মতো ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা সম্ভব; কিন্তু অন্য যেকোন প্রক্রিয়া মুদ্রণকাজকে বিলম্বিত করবে এবং ছাত্রছাত্রীরা সময়মতো পাঠ্যপুস্তক পাবে না।

এদিকে টেকস্ট বুক বোর্ডের অন্য একটি সূত্র জানায়, কার্যাদেশ আজকালের মধ্যে দেয়া হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে সূত্রটি নিশ্চিত করে কিছু জানাতে পারেনি। বর্তমানে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ নিয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের দেন-দরবার চলছে বলে সূত্রটি জানায়।

এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা জাহানারা বেগম জানান, আমি ফাইলটি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করেছি। বাকি কাজ তাদের। এ সম্পর্কে জানার জন্য গতকাল টেকস্ট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যান সফিউর রহমানকে অফিসে ফোন করলে তিনি জানান, ছুটির দিনে বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছি। এখন কোন কিছু জানানো সম্ভব নয়।